স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট
দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

বুধবার, ২১ এপ্রিল ২০১০, ৮ বৈশাখ ১৪১৭

তিন বছরের মধ্যে রূপালী ব্যাংক দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাংকে পরিণত হবে

খায়রুল হোসেন রাজু । রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহমদ আল কবির বলেছেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে রূপালী ব্যাংক দেশের সকল ব্যাংকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি পাবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কাজ শুরু করেছেন। যাতে করে রূপালী ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের নতুন করে তারুণ্যের আলোয় আলোকিত করা যায়। তিনি বলেন, এ ব্যাংক শুধু মুনাফার দিক থেকেই নয়, মানসম্মত সেবা, নতুন প্রডাক্ট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেও প্রথম স্থান অধিকার করবে। একই সঙ্গে এ ব্যাংকটি দেশী-বিদেশী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে। এ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের বিস্তারিত সাক্ষাতকার বর্ণনা করা হলো_

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকিং খাত কতটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ব্যাংকিং খাত হচ্ছে কোন দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এ খাতকে যদি সত্যিকার অর্থে সচল রাখা না যায়, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনতে হলে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। এ খাতকে শক্তিশালী করা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক চাকা বেগবান করা সম্ভব নয়। এটি শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশের জন্যই প্রযোজ্য। তিনি বলেন, রেমিটেন্স, বৈদেশিক বাণিজ্যসহ একাধিক বিষয়ে শুধু ব্যাংকিং খাতই মূলত কাজ করে থাকে। এছাড়া কৃষি, শিল্পসহ অন্যান্য খাতের সঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে। কিন্তু অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখা ও সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প নেই। সম্প্রতি বিশ্বমন্দার সময়ে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো তাদের সুদৃঢ় অবস্থানের পরিচয় দিয়েছে।

একান্ত সাক্ষাতকারে রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আহমদ আল কবির

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত কতটা এগিয়ে; একই সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সেবার মান ও দক্ষতা সম্পর্কে আপনি কিভাবে দেখেন_ বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সামগ্রিক দিক দিয়ে অনেক ভাল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পরিবর্তনের গতি কিছুটা শ্লথ। তবে বর্তমানে পরিবর্তনের অনেকটা সূচনা হয়েছে। পরিবর্তনের এ গতিকে বেগবান করে ধরে রাখতে হবে। তাহলেই সরকারী ব্যাংকগুলো বড় ধরনের সাফল্যসহ অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের সমর্থন ব্যাংকগুলোর সেবার মান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বর্তমানে এ ধরনের সকল সমর্থনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এটিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

ব্যাংকিং সেবার আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের অবস্থান কোথায়? বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক ব্যাংক উন্নতমানের ব্যাংকিং সেবা প্রদানে সক্ষম হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়েও রয়েছে। এটি সার্বিকভাবে মিলিয়ে দেখতে হবে। আলাদাভাবে দেখার কোন অবকাশ নেই। তবে এটিকে আরও উন্নত করতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, আধুনিক মানের ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড ....সেবা প্রদান এবং অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা সর্বস্তরে চালু করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বমানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে ব্যাসেল-২-এর বাস্তবায়ন অন্যতম। সার্বিকভাবে আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাত দ্রুত পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে রূপালী ব্যাংক থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে_ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে রূপালী ব্যাংক অনেক বড় মূলধন ব্যবহারে প্রস্তুত। রূপালী ব্যাংক হলো জনগণের ব্যাংক। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি করা, মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনাই মূলত এ ব্যাংকের লক্ষ্য। আমরা ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছি। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একাধিক কর্মসূচীও হাতে নিয়েছি। এর মধ্যে ব্যাংকের ১৭ কর্মকর্তাকে ব্র্যাক ব্যাংকে হতে এসএমইর ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিআইবিএম থেকে আরও ৩৫ জনকে ট্রেনিং দেয়া হবে। একই সঙ্গে এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে আলাদা বিভাগ খোলাসহ নতুন নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। যাতে করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

এসএমই নিয়ে তিনি আরও বলেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দেশের ২ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তবে এজন্য সরকারী-বেসরকারী পার্টনারশিপ দরকার। পার্টনারশিপের মাধ্যমে এসএমই খাতকে সমৃদ্ধ করতে হবে। কারণ পার্টনারশিপই হলো এসএমইর উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

ব্যাংক পরিচালনা করতে গিয়ে আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা_ রূপালী ব্যাংকে আমি একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি। কাজ করতে কিছু সমস্যা তো থাকবেই। তবে এসব সমস্যা পুঞ্জীভূত সমস্যা। নতুন কিছু নয়। এটি একদিনে সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য পরিকল্পিত প্রচেষ্টা দরকার। সবচেয়ে যেটি বেশি প্রয়োজন তাহলো মনের পরিবর্তন। এ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যাংকটিকে নিজের মনে করে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে।

তিনি বলেন, গত তিন মাসে পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে এতে পরিবর্তনও কিছু হয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা অত্যন্ত সৃষ্টিশীল। তাঁরা সকলেই ব্যাংকের সার্বিক উন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তন কামনা করছেন। যাঁরা পরিবর্তন চাইবেন না বা পরিবর্তনের কাজে বাঁধা দিচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এ ব্যাংকে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করবেন তাঁদের সকলেরই ব্যাংকের উন্নয়নের কাজ করতে হবে। কোনভাবে ব্যাংকের অমঙ্গল হয় এমন কাজ এখানে কার যাবে না। যদি কেউ করে, আর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তাঁকে/তাঁদের ব্যাংক থেকে চলে যেতে হবে। তিনি বলেন, ব্যাংকের জন্য কাজ করলে পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। আর যারা ব্যাংকের ভাল চায় না তাদের জন্যও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রয়েছে। এ ব্যাপারে একটি শক্তিশালী নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে।

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং করছে, সেখানে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এটির মূল্য উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকের নিকট থেকে স্বল্পব্যয়ে ডিপোজিট গ্রহণ করে মুনাফা বৃদ্ধি করা। কারণ দেশের জনগণ ধর্মভীরু। এদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নামে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, যাঁরা এটি করছেন তাঁরা নিজেদের সঙ্গে কি প্রতারণা করছেন না? রূপালী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিংয়ে যাবে কিনা এ বিষয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে এ উদ্যোগ নেই। এছাড়া আমার ব্যক্তিগত কোন ইচ্ছেও নেই। তবে পর্ষদের বিবেচনার জন্য কোন প্রস্তাব আসলে তখন তা চিন্তা করা যাবে।

রূপালী ব্যাংকের ব্রাঞ্চগুলোর সেবার মান নিয়ে চেয়ারম্যান বলেন, এ ব্যাংকের মোট ৪৯২টি শাখাসহ ২৫টি জোন রয়েছে। এসব ব্রাঞ্চের মধ্যে গুণগত মানের ওপর ভিত্তি করে ১২৭টি ব্রাঞ্চ আধুনিকায়ন করাসহ অনলাইনে আনার কাজ চলছে। এ বছরের মধ্যেই এসব ব্রাঞ্চে অনলাইন ব্যাংকিং চালু করা হবে। এছাড়া ২০১১ সালের মধ্যে রূপালী ব্যাংকের ৮০ শতাংশ ব্রাঞ্চে অনলাইন কার্যক্রম চালু করা হবে। ব্যাংকের বৈদেশিক শাখাগুলোতে প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের অভাবকে চিহ্নিত করে আমরা ৭০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছি। এর মাধ্যমে ২৮টি বৈদেশিক বাণিজ্য শাখাকে সচল করা হবে। এছাড়া আমরা কতগুলো ব্রাঞ্চকে 'মডেল' ব্রাঞ্চে রূপান্তরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। গত তিন মাসে আমরা ছয়টা নতুন প্রডাক্ট বাজারে ছেড়েছি। তিনি বলেন, এ ব্যাংকে অনেক মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এর আগে এদের কাজ করতে দেয়া হয়নি। ব্যাংকটি বিক্রির জন্য সর্বস্বান্ত করা হয়েছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ না নেয়া, লোকবল নিয়োগ না করা এবং আধুনিকায়নের ব্যবস্থা না করা, নতুন প্রডাক্ট বাজারে না নিয়ে আসাসহ উন্নয়নমূলক কোন কাজেই হাত দেয়া হয়নি।

সেবার মান নিয়ে তিনি বলেন, সেবার মান একদিনে ভাল করা যাবে না। এজন্য কিছুটা সময় লাগবে। তবে রূপালী ব্যাংকের আগের সেবা আর বর্তমানের সেবা এক নয়। এখানে অনেক বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানের জন্য সচেষ্ট। সেই সঙ্গে বিনিয়োগেরও অনেক বেশি পরিবেশ ফিরে এসেছে। যেটি আগে ছিল না। সেবার মান ভাল করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬০০ লোকের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া নতুন করে আরও ১ হাজার কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। আগামী জুন/জুলাই মাসের মধ্যেই এ নিয়োগ সম্পন্ন হবে। এসব লোক নিয়োগ করা হলে সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ব্যাংকের ইন্টার্নশিপ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্টদের ভাতাও প্রদান করা হবে। শহরাঞ্চলে কম ভাতা প্রদান করা হবে। তবে গ্রামাঞ্চলে ৩ হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান করা হবে। এসব বিষয় সম্পন্ন করা হলে রূপালী ব্যাংকের সেবার মান আরও উন্নত হবে।

ব্যাংকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আপনি কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন_ রূপালী ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাজের বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। যারা এটি করবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে কিছু কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের সঠিক সেবা প্রদান করা। এখানে যদি কেউ তাঁর কাজে অবহেলা ও অনিয়ম করেন তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সকল তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা আশা করি আমাদের ওয়েবসাইট কথা বলবে ব্যাংকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দলিল হিসেবে।

আপনার উদ্দেশ্য কি? আমি একটি ভিশন নিয়ে রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছি। যে কোন মূল্যে এ ব্যাংকের ইতিবাচক পরিবর্তন আনবই। এ লক্ষে পুরোদমে কাজ শুরু করে দিয়েছি। তিনি বলেন, এতদিন এটিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে একটি মহল বিভিন্নভাবে কাজ করেছে। ব্যাংকের উন্নয়ন না করে অসৎ সিন্ডিকেট সদস্যদের উন্নয়ন করা হয়েছে। যেমন কমললতা নামক সিন্ডিকেটের সদস্য ছাড়া ব্যাংকের কোন স্টাফ হাউস ঋণ পেতেন না। এখন সেটি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্যাংকে যাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন তাঁদের জাগ্রত করা হচ্ছে। যাতে করে এ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দিয়েই দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে রূপালী ব্যাংকটিকে একটি সেরা ব্যাংক হিসেবে পরিণত করা যায়। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস আগামী তিন বছরের মধ্যে রূপালী ব্যাংক দেশের সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বসেরা ব্যাংকে পরিণত হবে। যাতে করে আমি চলে গেলে যে কেউ বলতে পারে আমি এবং আমার পর্ষদ ব্যাংকের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি। এটাই আমার লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, এ লক্ষ্যে ২০১০ সাল হলো পুনর্গঠনের বছর। ২০১১ সাল হলো উন্নয়নের বছর এবং ২০১২ সাল হবে মুনাফার বছর। এ ভিশন নিয়ে আমি আমার সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছি।